বিষয় ঃ শ্রুতিনাটক

ডঃ দিলীপ কুমার মিত্র

শ্রুতিনাটক আলোচনায় বিভিন্ন সময়ে অনেক প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়। সেই সব প্রশ্ন সামনে রেখেই এই আলোচনা করা হল।

সার্থক শ্রুতিনাটক কাকে বলা যায়। পরিশীলিত সুমার্জিত কণ্ঠে সুষ্ঠু ও সার্থক বাচিক অভিনয়ের দ্বারা প্রয়োজনমত আবহ সংযোগে দ্বন্দ-গতি-উৎকণ্ঠায় নিটোল একটি বক্তব্য বা কাহিনীকে শ্রুতির মাধ্যমে বিচিত্র ইন্দ্রিয়বোধকে জাগ্রত করে সহৃদয় চিত্তে রসের প্রতীতি সঞ্চার করে যে শিল্প তাকেই সার্থক শ্রুতিনাটক(শ্রুতিনাট্য) রূপে অভিহিত করা যায়। অথবা একই কথাকে ঈষৎ ভিন্নভাবে ব্যক্ত করা যেতে পারে। শ্রবণনির্ভর শব্দাশ্রয়ী মূলত বাচিক অভিনয় সমন্বিত ও অন্যান্য ইন্দ্রিয় বোধের উদ্‌বোধক গভীর প্রতীতিসম্পন্ন রসদিগ্ধ দৃশ্যকাব্যকে শ্রুতিনাটক বলা যায়।

বাংলা শ্রুতিনাটক আলোচনায় অতীতকে বিস্মৃত হওয়া যাবে না। আধুনিক অর্থে শ্রুতিনাটক না হলেও এই শিল্পের প্রকাশ সুদূর বা নিকট অতীতে বিভিন্ন সৃজনকর্মের মধ্যে ঘটেছে। কথকতা পাঠ পাঁচালীগান ইত্যাদির মধ্য দিয়ে শ্রুতিনাটকের অস্ফুট প্রকাশ ঘটেছিল। নাট্যপাঠের কথাও প্রসঙ্গত বলা যায় ১৮৫৫ সালের ৫জুন বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে কালীপ্রসন্ন সিংহ তার 'সাবিত্রী-সত্যবান' নাটকের 'অভিনায়ক পাঠ'-এর আয়োজন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কখনও প্রকাশ্যে তার নাটক পাঠ করতেন যা শুনে সুধীজন চমৎকৃত হতেন। শম্ভু মিত্রর 'চাঁদ বণিকের পালা' পাঠ শ্রবণ ও দর্শন রসিকজনের কাছে এক অনন্য অভিজ্ঞতা। বিভাস চক্রবর্তী, অশোক মুখোপাধ্যায়, সলিল সরকার প্রমুখের নাট্যপাঠ ও শিল্পময়। মন্মথ রায়ও তার নাটক পড়েছিলেন সুরেন্দ্রনাথ কলেজে। এই সব নাট্যপাঠকে হয়ত প্রকারান্তরে শ্রুতিনাটক পরিবেশনা বলা যেতে পারে।

আধুনিক অর্থে শ্রুতিনাটকের প্রচলন কে বা কারা করেন এ নিয়ে তর্কের শেষ নেই।

ক) ১৯৭০ এর মার্চ মাসে বনানী ঘোষের উদ্যোগে লান্সডাউন রোডে অতীশ সিংহর বাড়ীর বিশাললনে সহজ অথচ সুসজ্জিত মঞ্চে এক উজ্জ্বল আলোকিত পরিবেশে কলকাতার বিশিষ্ট মানুষদের সামনে 'মালঞ্চ' পরিবেশিত হয় সঙ্গীত ও সংলাপ সহযোগে যাতে অংশ নিয়েছিলেন দিলীপ রায় (রজনীকান্ত সেনের সৌহিদ্র) বনানী ঘোষ, শ্রীপর্না ভট্টাচার্য্য, সুনন্দা চৌধুরী, প্রবীর ঘোষ, পার্থ ও গৌরী ঘোষ। এই স্মৃতিচারণ করে শ্রুতিনাটক প্রসঙ্গে গৌরী ঘোষ বললেন যে, 'সম্পূর্ণ নতুন একটি আঙ্গিকের সামিল হয়ে আমরা যে শিল্পটি সেদিন রচনা করেছিলাম-তার উজ্জ্বল সম্ভাবনা সেই মুহুর্তেই প্রমাণিত হয়ে গেল। আজ দ্বিধাহীন হয়ে বলতে পারি - শ্রুতিনাটক অথবা নাটক পাঠ জনপ্রিয়তার বিচারে বাকশিল্পের শীর্ষ বাছাই।'

খ) ভারতবর্ষে বেতার সম্প্রচার শু হয় ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে। ১৯৭৭ সালে বেতারের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে ২৬ আগষ্ট (ঐদিন কলকাতা বেতার কেন্দ্রের জন্মদিন) রবীন্দ্র সদন প্রেক্ষাগৃহে এক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় যেখানে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। ঐ সন্ধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুন্ডলা' উপন্যাসকে নাট্যরূপ দিয়ে তার কয়েকটি দৃশ্য (প্রায় বেতারের মত করে) পরিবেশন করা হয়। নাট্যরূপ দান করেন ডঃ সূর্য সরকার ও পরিচালনা করেন শ্রীমতী ঊষা ভট্টাচার্য্য। শিল্পীরা ছিলেন দিবীল কুমার চট্টোপাধ্যায় (কাপালিক), দ্বিজু ভাওয়াল (নবকুমার), মমতাশংকর (কপালকুন্ডলা)। এমনভাবে ন

াট্যরূপটি দেওয়া হয় যাতে দেখা শোনার সমন্বয় ঘটে। ডঃ সূর্য সরকার জানালেন-- 'এই নাটকটিই বাংলা ভাষার প্রথম শ্রুতিনাটক'।

গ) ১৯৭৩-৭৪ সালে প্রতি মঙ্গলবার রাতে সাড়ে নটায় রেডিওতে 'শ্রবণী' নামে একটি শ্রুতিপত্রিকা' 'প্রকাশিত' হত অর্থাৎ পত্রিকাটি পড়ে শোনানো হত। এতে স্বল্পদৈর্ঘ্যের লেখার ওপরই জোর দেওয়া হত। অজিত বসু জানাচ্ছেন যে 'শ্রুতিনাটকের চিন্তা এখান থেকেও জন্ম নেওয়া খুব একটা অসম্ভব নয়'।

ঘ) আকাশবাণীর উদ্যোগে ১৯৭৯ এর ১ জানুয়ারী রবীন্দ্র সদনে এক হাস্যরসাত্মক কার্যকর্মের অঙ্গ হিসেবে 'লহরী' নামক একটি জনপ্রিয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় যাতে কয়েকটি লঘু নাটক পরিবেশন করা হয়। এগুলো মঞ্চে পরিবেশিত হলেও মঞ্চনাটক ছিলনা। শিল্পীরা কসটিউম পরেন নি। কেবল কণ্ঠ দিয়ে সংলাপ পরিবেশন করেছেন মাইক্রোফোনে। বেতারে স্টুডিয়োর মধ্যে যেভাবে নাটক করা হয়। সেভাবেই এরা পরিবেশিত হয়েছিল। 'লহরী' তে পরিবেশিত নাটকগুলি হল - 'গাছে কাঁঠাল' (রচনা সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, পরিচালনা সূর্য সরকার), মেশ মশায়ের কন্যাদান' (রচনা নবনীতা দেবসেন, পরিচালনা, শুক্লা বন্দ্যোপাধ্যায়), 'বিউটি কনটেস্ট' (রচনা লীলা মজুমদার, পরিচালনা অজিত মুখোপাধ্যায়), ডঃ সূর্য সরকার জানাচ্ছেন যে এই অনুষ্ঠানের দ্বারাই 'শ্রুতিনাটক মঞ্চে ওঠে'। জগন্নাথ বসু বলেছেন, 'শ্রুতিনাটকের ব্যাপারটা তখন থেকেই আমাদের মাথায় আসে'। এরপরও 'লহরী' কয়েকবার উপস্থাপিত হয় বিভিন্ন স্থানে।

ঙ) ১৯৮২ সালে চন্দ্রপুরায় শাঁওলী মিত্র, ঊর্মিমালা বসু ও জগন্নাথ বসু একটা অনুষ্ঠান করেন যাতে ছিল রেডিও নাটকের আলোচনা ও অভিনয়। এরনাম দেওয়া হয়েছিল 'প্রসঙ্গ শ্রুতিনাটক'--একথা বলেছেন জগন্নাথ বসু। অবশ্য শ্রুতিনাটক বলতে বেতার নাটককেই বোঝানো হয়েছিল। জগন্নাথ বসু বললেন -- 'তারপর হল কি - শ্রুতিনাটক নাটক আমাদের অজান্তেই জনপ্রিয় হয়ে গেল'।

গীতা দে বলেছেন, 'শ্রুতিনাটকে প্রথম অংশ নিয়েছি গিরিশ মঞ্চ উদ্বোধন উৎসব উপলক্ষে' যেখানে অভিনেতৃ সংঘের উদ্যোগে 'বিল্বমঙ্গল' নাট্যপাঠের আয়োজন করা হয়েছিল। ১৯৮৬ তে গিরিশ মঞ্চর উদ্বোধন করেন মন্মথ রায়। গীতা দে আরো বলেন, 'শ্রদ্ধেয় বিকাশ রায়ই প্রথম শ্রুতিনাটক শু করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতা দিয়ে'।

এইভাবে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের প্রয়াসে শ্রুতিনাটক গড়ে উঠেছে ও তা বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছে। মনে রাখতে হবে, একক ব্যক্তির দ্বারা নয়, সমবেত প্রয়াসেই শ্রুতিনাটকের সৃষ্টি।

সাহিত্য হিসেবে শ্রুতিনাটকের নিজস্বতা আছে। শ্রুতিনাটক নাটকের এক বিশেষ রূপ, তাই নাটকের মূল বৈশিষ্ট এতে থাকবে। তবে প্রসেনিয়াম থিয়েটারের নাটকের অনেক উপাদান এতে বাদ দিতে হবে। শ্রুতিনাট্যসাহিত্যের বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করা যায়। (ক) শ্রুতিনাটকে একটা বক্তব্য থাকবে একটা গল্প থাকবে যা শ্রোতাদের ধরে রাখবে। (খ) দ্বন্দ্ব-গতি-উৎকণ্ঠা (conflict-action-suspense) নাটকের বৈশিষ্ট্য, শ্রুতি নাটকেও তা থাকবে ফলে কাহিনী সংঘাতসঙ্কুল ও আকর্ষণীয়, বেগসম্পন্ন ও উৎকণ্ঠাময় হয়ে উঠবে ও নাটক তীব্র গতিতে অনিবার্য পরিণতির দিকে এগিয়ে যাবে। (গ) শ্রুতিনাটক কাহিনী শিথিল বা এলায়িত হবে না, হবে টানটান। (ঘ) শ্রুতিনাটকে সংলাপের অত্যন্ত গুত্ব থাকবে। শ্রুতিনাটকের সংলাপ হবে তীক্ষ্ণ ধারালো ঝকঝকে (অথবা প্রয়োজনমত ব্যাঙ্গনাট্য বা কবিত্ব মন্ডিত) যা চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলবে, পরিবেশ নির্মাণ করবে, কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। শ্রুতিনাটকে প্রতিটি শব্দই গুত্বপূর্ণ তাই অপ্রয়োজনীয় অকারণ শব্দ এখানে থাকবে না। (ঙ) শ্রুতিনাটক আকারে ছোট হওয়া বাঞ্ছনীয় কারণ তার আয়তন বড় হলে সাধারণ অভিনেতাদের পক্ষে দর্শকদের ধরে রাখা কঠিন হয়ে উঠবে। শ্রুতিনাটকের চরিত্র সংখ্যাও হবে কম। (চ) শ্রুতিনাটকে বর্ণনার আতিশয্য থাকবে না। সংলাপে প্রকাশ করা যাবে না এমন ঘটনা বা বিষয় থাকবে না, পাঠ পরিবেশনযোগ্য নয় এমন বিষয়ের অবতারনও যথাযথ হবেনা--যেমন যুদ্ধ, চলাফেরা, নৃত্য, শরীরী ক্রিয়া ইত্যাদি শ্রুতিনাটকে পরিহার করতে হবে। (ছ) শ্রুতিনাটকে বহু দৃশ্যের অবতারন বা দৃশ্যান্তর না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

অভিনয়ে সার্থকতার জন্য শ্রুতিনাট্য শিল্পীর দায়িত্ব অনেক। নাটকের বোধ, শিল্পদক্ষতা ও সৃজনক্ষমতা শ্রুতিশিল্পীর থাকা দরকার। (ক) শ্রুতিনাট্য অভিনেতার শিল্পের বোধ হবে গভীর। তিনি অভিনীত চরিত্রের গভীরে প্রবেশ করবেন, চরিত্রের মর্মসত্যকে উপলব্ধি করবেন ও তাকে সম্যক প্রকাশ করবেন। (খ) মঞ্চাভিনেতারও চরিত্রের নিবিড় অনুভব থাকতে হবে কিন্তু শ্রুতিশিল্পীর দায়িত্ব অনেক বেশী কারণ মঞ্চোপকরণের সাহায্য ছাড়াই তাকে চরিত্রের ভাব প্রকাশ করতে হবে কেবল

কথার দ্বারা - চরিত্রের গভীরতম উপলব্ধি ছাড়া তা করা দুঃসাধ্য। (গ) শ্রুতিশিল্পীর প্রধান বা বলা ভাল একমাত্র অবলম্বন কণ্ঠ। কণ্ঠের মাধ্যমেই নিজেকে প্রকাশিত করেন শিল্পী। তাই কণ্ঠের সাধনা ও অনুশীলন অতীব প্রয়োজন। স্বরনিয়ন্ত্রণ, স্বরক্ষেপণ, স্বরগ্রামের বিভিন্ন স্কেলে কণ্ঠের চলাফেরা ইত্যাদি বিষয়ে শিল্পীর বিশেষ সচেতনতা আবশ্যক। স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের প্রকৃতি সম্বন্ধে তাকে সম্যক অবহিত হতে হবে-- ব্যঞ্জনবর্ণের সজোর উচ্চারণ ও স্বরবর্ণের হালকাচলন ও একসপ্রেসিভনেস সম্বন্ধে শিল্পীর ধারনা থাকা দরকার। ভরতমুনি সাতটি স্বরের কথা বলেছেন - ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিষাধ যা থেকে এসেছে সুরেগামাপাধানি। তাদের সম্যক অনুশীলনই একজন শ্রুতিনাট্যশিল্পী বা আবৃত্তিশিল্পীকে চরম সার্থকতা এনে দিতে পারে। (ঘ) 'শ্রুতিনাট্য বাচিক অভিনয়ের সর্বোত্তম প্রকাশ'-- একথা বলেছেন বোদ্দা (ডঃ সনাতন গোস্বামী)। শ্রুতিশিল্পীকে এই বাচিক রীতি যথাযথ আয়ত্ত করতে হবে। 'বাগাভিনয়ে প্রথমেই প্রয়োজন বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর যা তিন গ্রামেই সমানভাবে বল রক্ষা করে অবলীলাক্রমে উঠানামা করতে পারে। দ্বিতীয়তঃ চাই -- পরিস্ফুট উচ্চারণ, শব্দান্তর্গত স্বর ব্যঞ্জনধবনির পরিচ্ছন্ন উচ্চারণ। তৃতীয়তঃ চাই - অর্থ পরিস্ফুটের জন্য সমর্থ শব্দের অক্ষরে উপযুক্তশ্বাসাধাত দেওয়া। চতুর্থতঃ চাই - সুশ্রব্য ও স্পষ্টার্থক করার জন্য বাক্যোচ্চারণে ছন্দ, লয়, যতি বজায় রাখা। পঞ্চমতঃ চাই - প্রত্যেক শব্দকে দর্শকের কানে পৌঁছে দেওয়ার কৌশল। ষষ্ঠতঃ চাই - ভাবব্যঞ্জনার জন্য উপযুক্ত স্বরের সৃষ্টি। এবং সপ্তমতঃ চাই - চরিত্রানুসারে স্বরের পরিবর্তন। অর্থাৎ কণ্ঠস্বর দ্বারা চরিত্র দ্যোতনা। বাচিক অভিনয়ের সাফল্য অর্জন করতে হলে এর কোনটিকেই উপেক্ষা করা চলবে না' (ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য্য)। (ঙ) শ্রুতিশিল্পীকে মাইক্রোফোনের ব্যবহারে সতর্ক হতে হবে। কণ্ঠের নিয়ন্ত্রণ, কণ্ঠের উৎক্ষেপন বা কণ্ঠের ভাবময় প্রকাশ ইত্যাদি মাইক্রোফোনের উপযুক্ত ব্যবহারে শিল্পীকে ইপ্সিত সাফল্য এনে দেবে।

বেতার নাটকেরই প্রকারভেদ শ্রুতিনাটক। তবু দুয়ের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা যায়। বেতার নাটকে বড়মাপের কাহিনী থাকতে পারে, সেখানে ইচ্ছামত দৃশ্যান্তর ঘটানো যায়। শ্রুতিনাটকে কাহিনী টানটান, দৃশ্যান্তর না থাকাই ভাল, সময়সীমা স্বল্প। বেতার নাটকে চরিত্র অনেক থাকতে পারে, শ্রুতিনাটকে তা নিশ্চয় কম হবে। উপন্যাসকে কেটে ছোট সম্পাদনা করে বেতারে করানো যায়, কিন্তু শ্রুতিনাটকের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তাকে নির্মাণ করতে হবে। বেতার নাটকে শ্রোতারা সামনে নেই, ব্যক্তি চেহারা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনা। শ্রুতিনাটকে তা সম্ভব নয়। তবে সামনে দর্শকদের উপস্থিতি শিল্পীদের প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত করে, শিল্পীদের ব্যক্তিত্ব চেহারাও দর্শকমনে নতুন মাত্রা সঞ্চার করে। বেতার নাটকে বিভিন্ন যন্ত্রানুষঙ্গ ব্যবহৃত হয়, আবহর উপাদান অনেক বেশী, কিন্তু অত্যন্ত পেশাদার ও অর্থবান সংস্থা ছাড়া সাধারণ দলের শ্রুতিনাটকে তা সম্ভব নয়। তবে শ্রুতিনাটকের আবেদন তাৎক্ষনিক ও আন্তরিক, শিল্পীর সঙ্গে শ্রোতৃমন্ডলীর দূরত্ব থাকেনা বরং ব্যক্তিত্বের প্রকাশ হৃদয়ের উত্তাপ পরস্পরকে সঞ্জীবিত করে।

এবার আরো কটা বিষয় আলোচনা করা যায়। শ্রুতিনাটকের বিশিষ্টতম শিল্পীরা হলেন সম্ভবত জগন্নাথ বসু ও ঊর্মিমালা বসু এবং পার্থ ঘোষ ও গৌরী ঘোষ। এরা পেশাদারী দক্ষতায় ও নিত্যচর্চায় শ্রুতিনাটককে শিল্পের একটা সমুন্নত স্তরে নিয়ে গেছেন। এছাড়া অনেক বড় মাপেরও শিল্পী আছেন যারা মাঝে মাঝেই খুব ভাল শ্রুতিনাটক করেন। শ্রুতিনাটকের বিশিষ্ট লেখকরা হলেন নিরূপ মিত্র, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, অমল রায়, সমীর দাশগুপ্ত, ডঃ অমিতাভ ভট্টাচার্য্য, স্বপন দাস প্রমুখ। শ্রুতিনাট্য বিষয়ক শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধগ্রন্থ হল ডঃ সনাতন গোস্বামী সম্পাদিত 'প্রসঙ্গ ঃ শ্রুতিনাটক' (২৫শে বৈশাখ ১৩৯৭)। শ্রুতিনাট্য বিষয়ক প্রথম গ্রন্থ ডঃ দিলীপ কুমার মিত্র সম্পাদিত 'শ্রুতি নাটকের কথা' (এপ্রিল ১৯৯০)। একসময়ে নিয়মিত 'শ্রুতিমেলা' হত যাতে গান কবিতাও থাকত, সম্ভবত সেই প্রয়াস আজ স্তব্ধ। ড্রামা একাডেমী ইন্ডিয়া ১৯৯০ থেকে এখন পর্যন্ত নিয়মিত শ্রুতিনাট্য সম্মেলন করে চলেছে ভারতীয় ভাষায় শ্রুতিনাটক পরিবেশন করেন। সম্প্রতি বঙ্গীয় শ্রুতিনাটক পরিষদ গঠিত হয়েছে যার সদস্য হল পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন নাট্যসংস্থা যারা শ্রুতিনাটক প্রযোজনায় পারদর্শী। বঙ্গীয় শ্রুতিনাটক পরিষদ ইতিমধ্যেই গুত্বপূর্ণ আলোচনা সভার আয়োজন করেছেন এবং তিনদিনব্যাপী শ্রুতিনাট্য উৎসবের অনুষ্ঠান করেছেন যা বৈচিত্রপূর্ণ নান্দনিক শিল্পময় এবং বিশেষ সম্ভাবনাপূর্ণ।

सृष्टिसन्धान

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com